ভাঙ্গা উপজেলা

১৯৮৩ সাল

ভাঙ্গা থানা গঠিত হয় ১৯০৮ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ভাঙ্গার পূর্বনাম কুমারগঞ্জ। ভাঙ্গা কুমার নদীর পাড়ে অবস্থিত। কথিত আছে কুমার নদীর পাড়ে কুমারগঞ্জ নামে একটি বিরাট হাট বসত। কোন এক সময় হাটকে কেন্দ্র করে কুমার নদীর এপার ওপারের লোকজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগে এবং দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে ওপারের লোকজন কুমারগঞ্জের হাট ভেঙ্গে ওপারের হাট চালু করে। চালুকৃত হাটকেই ভাঙ্গার হাট নামে নামকরণ করা হয়। এ থেকেই ভাংগা উপজেলার উৎপত্তি বলে স্থানীয় লোকমুখে জানা যায় । ভাংগা উপজেলা ১ টি পৌরসভা, ১২ টি ইউনিয়ন এবং ২১২ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এর পূর্ব পাশে শিবচর উপজেলা উত্তরে সদরপুর উপজেলা দক্ষিনে রাজৈর ও নগরকান্দা উপজেলা এবং পশ্চিমে মুকসুদপুর উপজেলা অবস্থিত । প্রাচীনকাল থেকে ফরিদপুর জেলার কোন কোন অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন: কোটালীপাড়া, জালালপুর, ফতেহাবাদ ও ভাঙ্গা। মহাকবি কালিদাসের ভক্তি থেকে ভাঙ্গার বর্ণনা পাওয়া যায় যে এটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় সমৃদ্ধ ছিল। গঙ্গার প্রবাহের দ্বারা নৌকা পরিচালনা ব্যবস্থা ও যুদ্ধের নৌচালনা সংক্রান্ত বিষেয়ের জন্য ভাঙ্গা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ভাংগা উপজেলার উত্তরে সদরপুর ও নগরকান্দা উপজেলা, দক্ষিণে মুকসুদপুর ও রাজৈর উপজেলা, পূর্বে শিবচর ও সদরপুর উপজেলা, পশ্চিমে নগরকান্দা ও মুকসুদপুর উপজেলা।

ইউনিয়ন	১২ টি
প্রধান নদ-নদী	আড়িয়াল খাঁ নদ।
ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ	
পার্ক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ	
স্মরনীয় ব্যক্তিবর্গ	
ট্রেন/পরিবহন বাস/ভ্রমন গাড়ী/অ্যাম্বুলেন্স	
রেস্টহাউজ/ডাকবাংলো/আবাসিক হোটেল	

হোটেল/রেস্তেরো/মিষ্টান্ন/খাদ্য সরবরাহকারী	
হাসপাতাল/ডাক্তার/ক্লিনিক/ডায়গনস্টিক	
ঔষুধ/ফার্মেসী	
সাধারণ পাঠাগার/গণগ্রন্থাগার	
বইয়ের লাইব্রেরী/বই ক্রয়-বিক্রয়	
সরকারী/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
সরকারী/বেসরকারি অফিস/এনজিও	
হাট-বাজার/মার্কেট/শপিং মল/শো-রুম	
ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান/দোকান	
স্থানীয় মিডিয়া/পত্রিকা/সাংবাদিক	
আইনি পরামর্শ/অ্যাডভোকেট/ ল-চেম্বার	
মোবাইল/ইলেকট্রনিক্স/হোন্ডা/গাড়ী সার্ভিসিং সেন্টার	
কাঠ/রাজ/রং মিস্ত্রী/ইলেকট্রিশিয়ান	
ডেকোরেটর/ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	